http://priyobanglaboi.blogspot.com/

বাঁটুল দি গ্রেট

নারায়ণ দেবনাথ

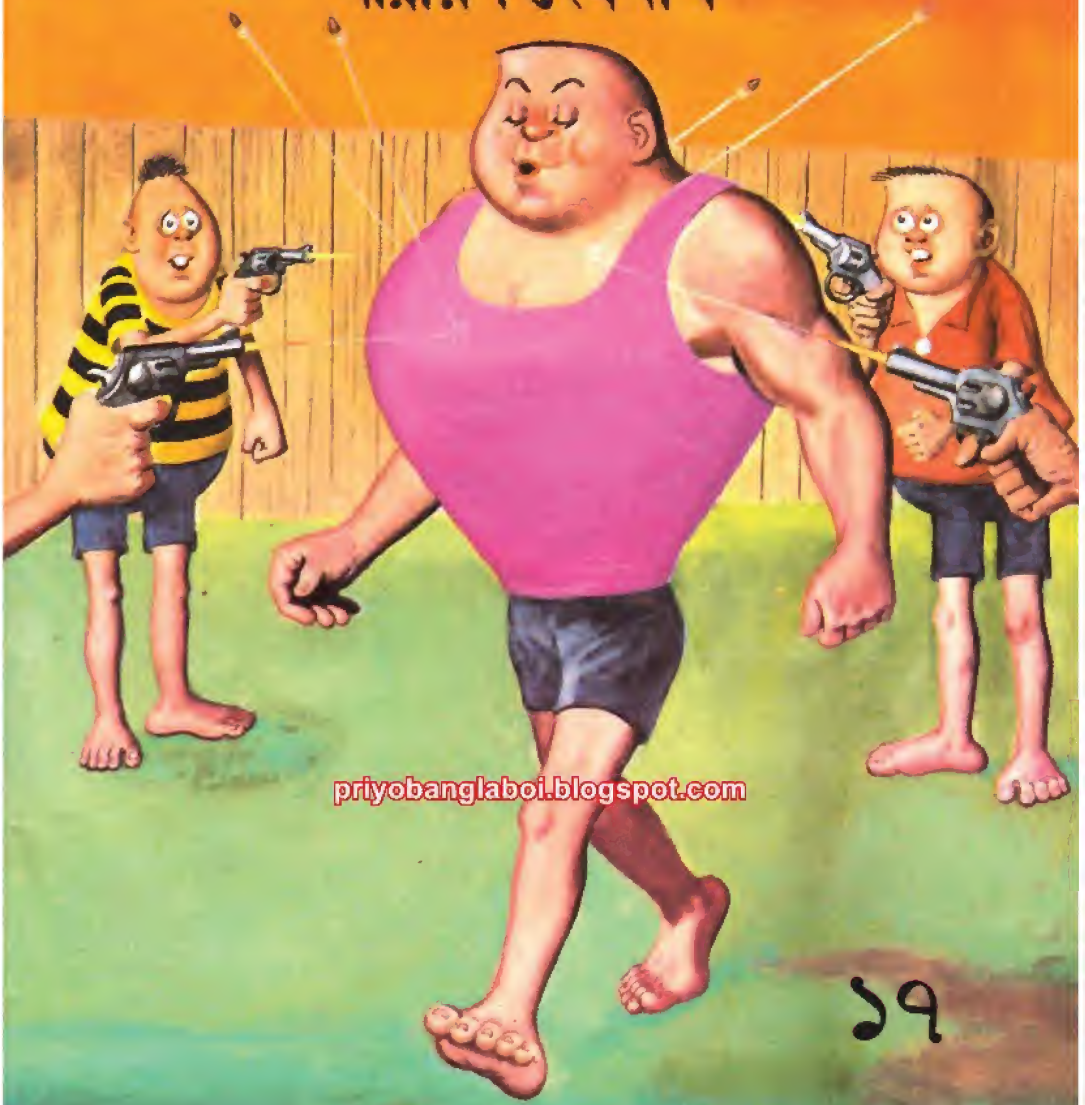

priyobanglaboi.blogspot.com

১৭

বাঁটুল দি গ্রেট

মার্শাল আর্টটা আমায় শিখতেই হবে। আহা, ব্রুস লীর মার্শাল আর্ট
কিন্তু কে তোমায় শেখাবে, কোথায় শিখবে?
দুর্দান্ত!

পেয়েছি একজনকে। জাপান থেকে তালিম নেওয়া ব্ল্যাক-বেল্টার। দারুণ লড়িয়ে। দেখি যদি শেখাতে রাজি হয়।

শেখাতে রাজি হলে কাল থেকেই লেগে যাবো।

মার্শাল আর্ট অনুশীলন কেন্দ্র
ইয়া হাঃ!
ইয়া হাঃ!
ঠিক আছে, চালিয়ে যাও।

আজ এই পর্যন্ত, কাল আবার পরের ধাপ শুরু হবে।
আপনি যেরকম বলবেন।

কে ওখানে?

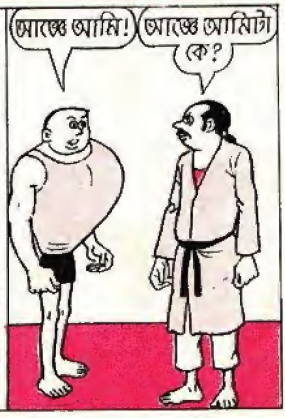
আজ্ঞে আমি!
আজ্ঞে আমিটা কে?

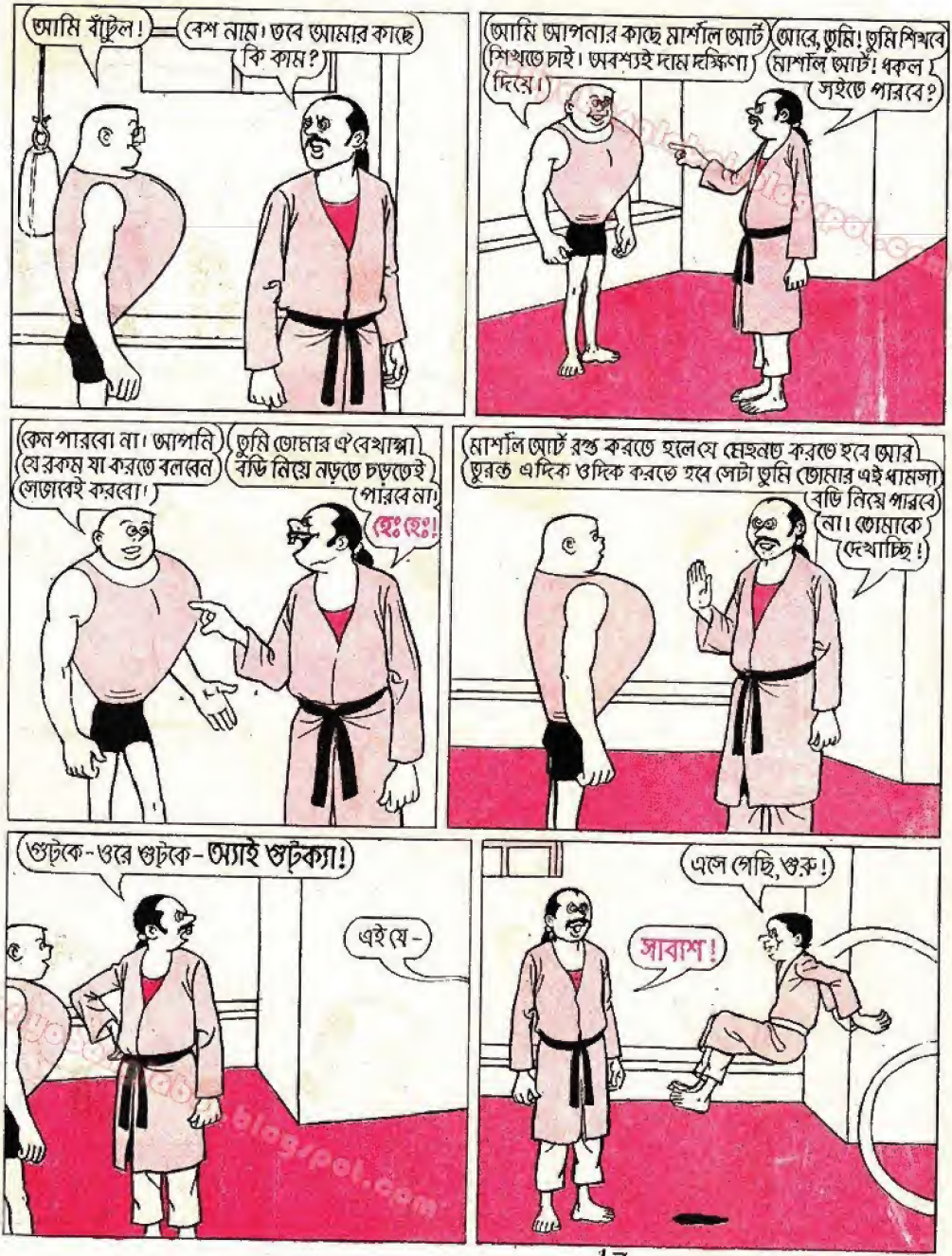

আমি বাঁটুল!
বেশ নাম। তবে আমার কাছে কি কাম?
আমি আপনার কাছে মার্শাল আর্ট শিখতে চাই। অবশ্যই দাম দক্ষিণা দিয়ে।
আরে, তুমি! তুমি শিখবে মার্শাল আর্ট! ধকল সইতে পারবে?
কেন পারবো না। আপনি যেরকম যা করতে বলবেন সেভাবেই করবো।
তুমি তোমার ঐ বেখাপ্পা বডি নিয়ে নড়তে চড়তেই পারবে না।
হেঃ হেঃ!
মার্শাল আর্ট রপ্ত করতে হলে যে মেহনত করতে হবে আর তুরন্ত এদিক ওদিক করতে হবে সেটা তুমি তোমার এই ধামসা বডি নিয়ে পারবে না। তোমাকে দেখাচ্ছি!
গুটকে-ওরে গুটকে-অ্যাই গুটক্যা!
এই যে-
এসে গেছি, গুরু!
সাবাশ!

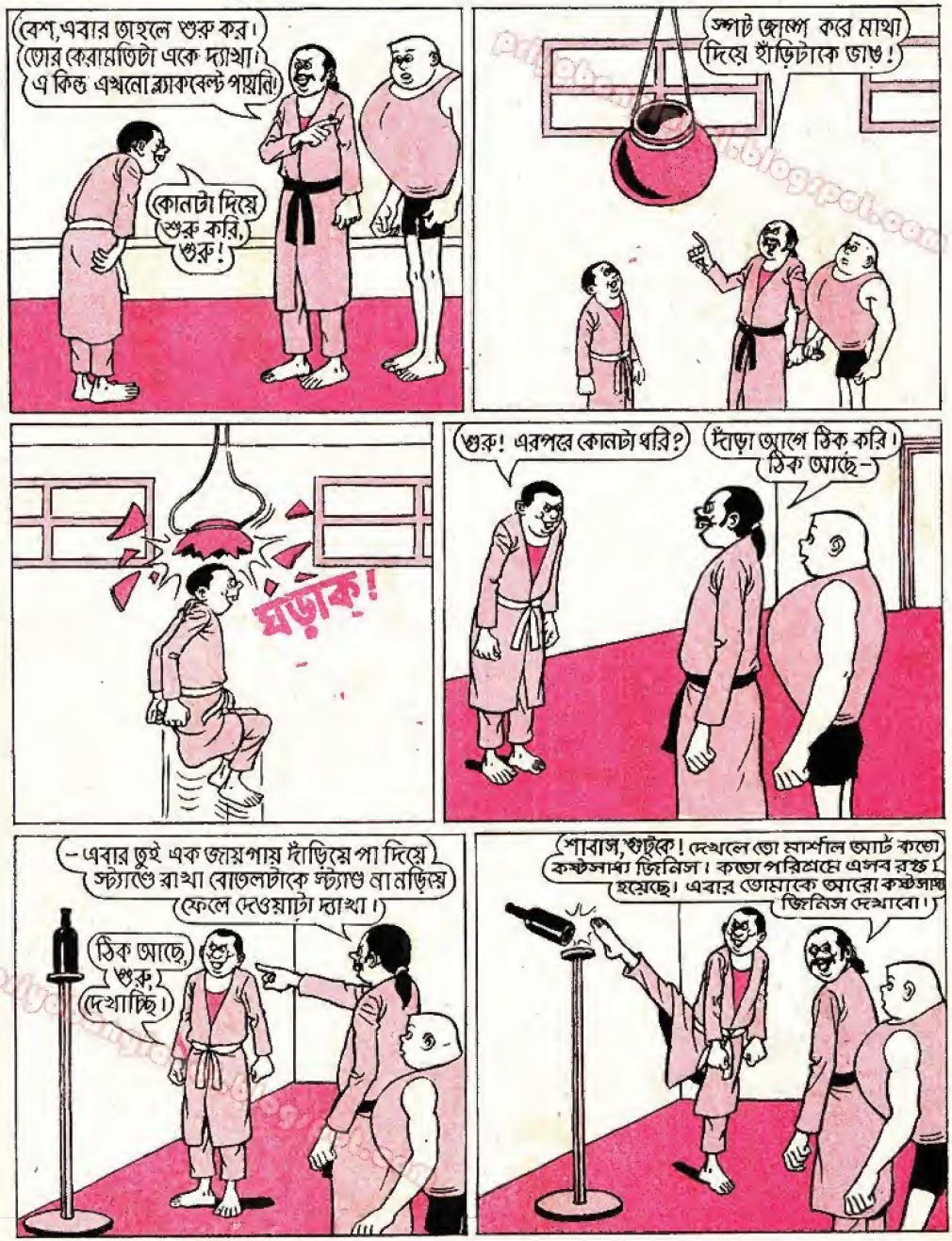

বেশ, এবার তাহলে শুরু কর। তোর কেরামতিটা একে দ্যাখা। এ কিন্তু এখনো ব্ল্যাকবেল্ট পায়নি।
কোনটা দিয়ে শুরু করি, গুরু!
স্পট জাম্প করে মাথা দিয়ে হাঁড়িটাকে ভাঙ!
ঘড়াক!
গুরু! এরপরে কোনটা ধরি?
দাঁড়া আগে ঠিক করি। ঠিক আছে–
–এবার তুই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পা দিয়ে স্ট্যাণ্ডে রাখা বোতলটাকে স্ট্যাণ্ড না নড়িয়ে ফেলে দেওয়াটা দ্যাখা।
ঠিক আছে, গুরু, দেখাচ্ছি।
শাবাস, গুটকে! দেখলে তো মার্শাল আর্ট কতো কষ্টসাধ্য জিনিস। কতো পরিশ্রমে এসব রপ্ত হয়েছে। এবার তোমাকে আরো কষ্টসাধ্য জিনিস দেখাবো।

দ্যাখো! এই মোটা ভারী কাঠের খণ্ডটা আমি এখানে রাখছি—

—এবারে যা করার গুটকে করে দ্যাখাবে।

হুয়াঃ!
জিত্যা রহো, মেরে সাগির্দ!
ঘড়াক!

এসব হচ্ছে মার্শাল আর্টের অঙ্গ। দীর্ঘদিনের কষ্টসাধ্য অনুশীলনের পর এসব আয়ত্ত করা যায়। আর এই গুটকে হচ্ছে আমার সেরা চ্যালা। খুব হ্যালাফ্যালার সঙ্গে মার্শাল আর্টে ও সকলের মোকাবিলা করবে।

আসন্ন কিক বক্সিং মার্শাল আর্ট প্রতিযোগিতায় গুটকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। কারণ ওর থেকে যোগ্য আর কেউ নেই।

কি পরিশ্রমসাধ্য অনুশীলন করতে হবে দেখলে তো! এরপরও আগ্রহ আছে?
অবশ্যই! আগ্রহ আরো বেড়ে গেলো! কাল থেকেই শুরু করি।

বেশ তাহলে প্রথম থেকেই মানে স্পট জাম্প থেকেই শুরু করো। দেখি তুমি কতোটা উচ্চতায় উঠতে পারো।

ওপরে তো ফাটাবার হাঁড়ি নেই,কি ফাটাবো?
তোমাকে কিছুই ফাটাতে হবে না। তুমি তোমার ঐ বডি নিয়ে শুটকের অর্দ্ধেক উচ্চতায় লাফাতে পারো কিনা দেখো।

ঘড়াক!
উরপ!
উলক!

শুরু শুরুতেই গণ্ডগোল হয়ে গেলো। লাফানোটা বোহিসেবির মতো কিঞ্চিৎ জোরে হয়ে গেছে।
!

তুমি আমার জিমন্যাসিয়ামের চালা ফালা করে দিয়েছো।
চালা আমি ঠিক করে দেবো,গুরু! এবারে কোনটা করি গুরু।

এবারে তাহলে ঐ বোতল ফেলাটা চেষ্টা করে দেখো। তবে স্ট্যাণ্ডটা ভেঙো না যেন।
চেষ্টা করবো,গুরু! তবে নড়ীশ তো,ভুল ত্রুটি শুধরে দেবেন।

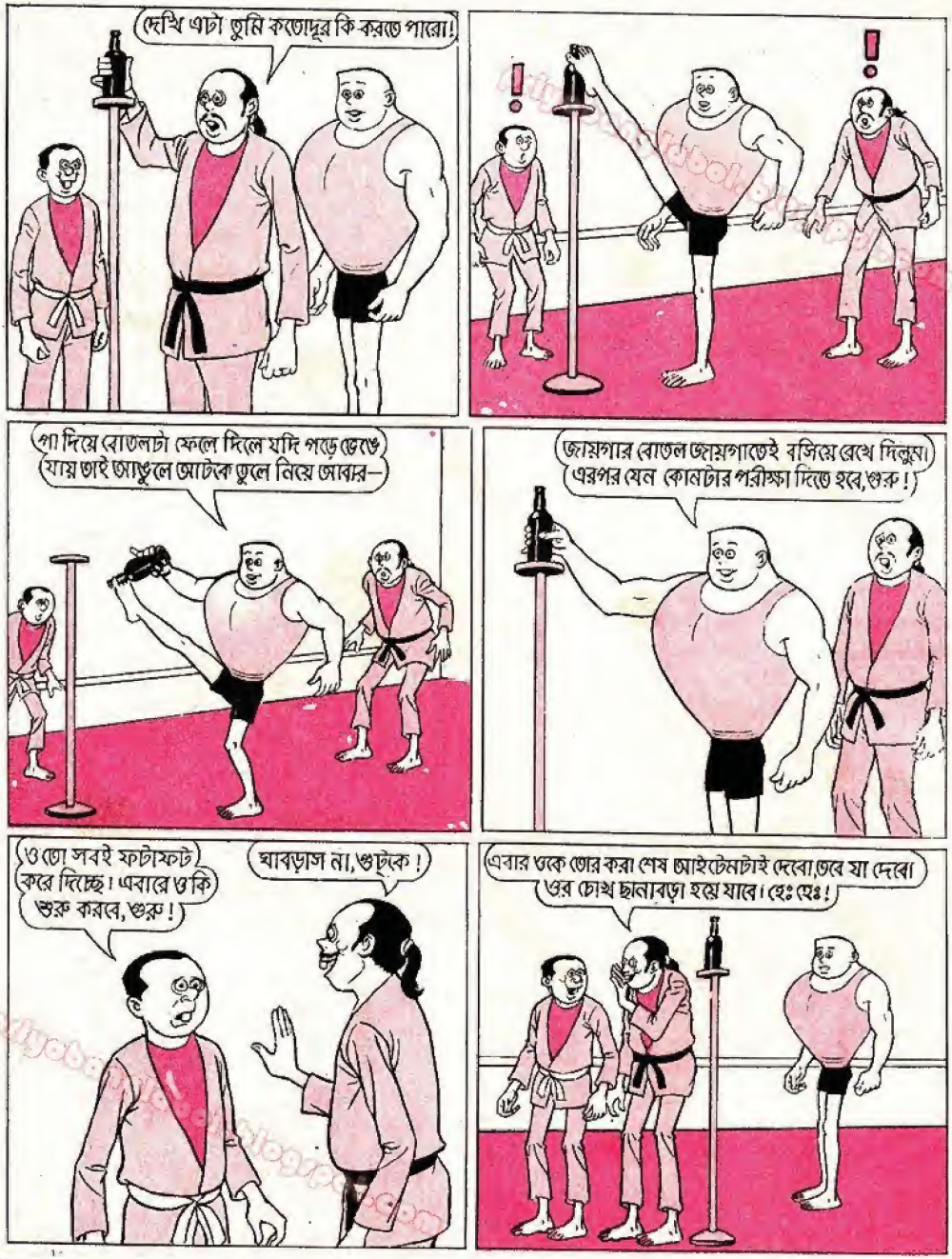
দেখি এটা তুমি কতোদূর কি করতে পারো!
!
!
পা দিয়ে বোতলটা ফেলে দিলে যদি পড়ে ভেঙে যায় তাই আস্তে আটকে তুলে নিয়ে আবার—
জায়গার বোতল জায়গাতেই বসিয়ে রেখে দিলুম। এরপর যেন কোনটার পরীক্ষা দিতে হবে, গুরু!
ও তো সবই ফটাফট করে দিচ্ছে! এবারে ওকি শুরু করবে, গুরু!
ঘাবড়াস না, শুটকে!
এবার ওকে তোর করা শেষ আইটেমটাই দেবো, তবে যা দেবো। ওর চোখ ছানাবড়া হয়ে যাবে। হেঃ হেঃ!

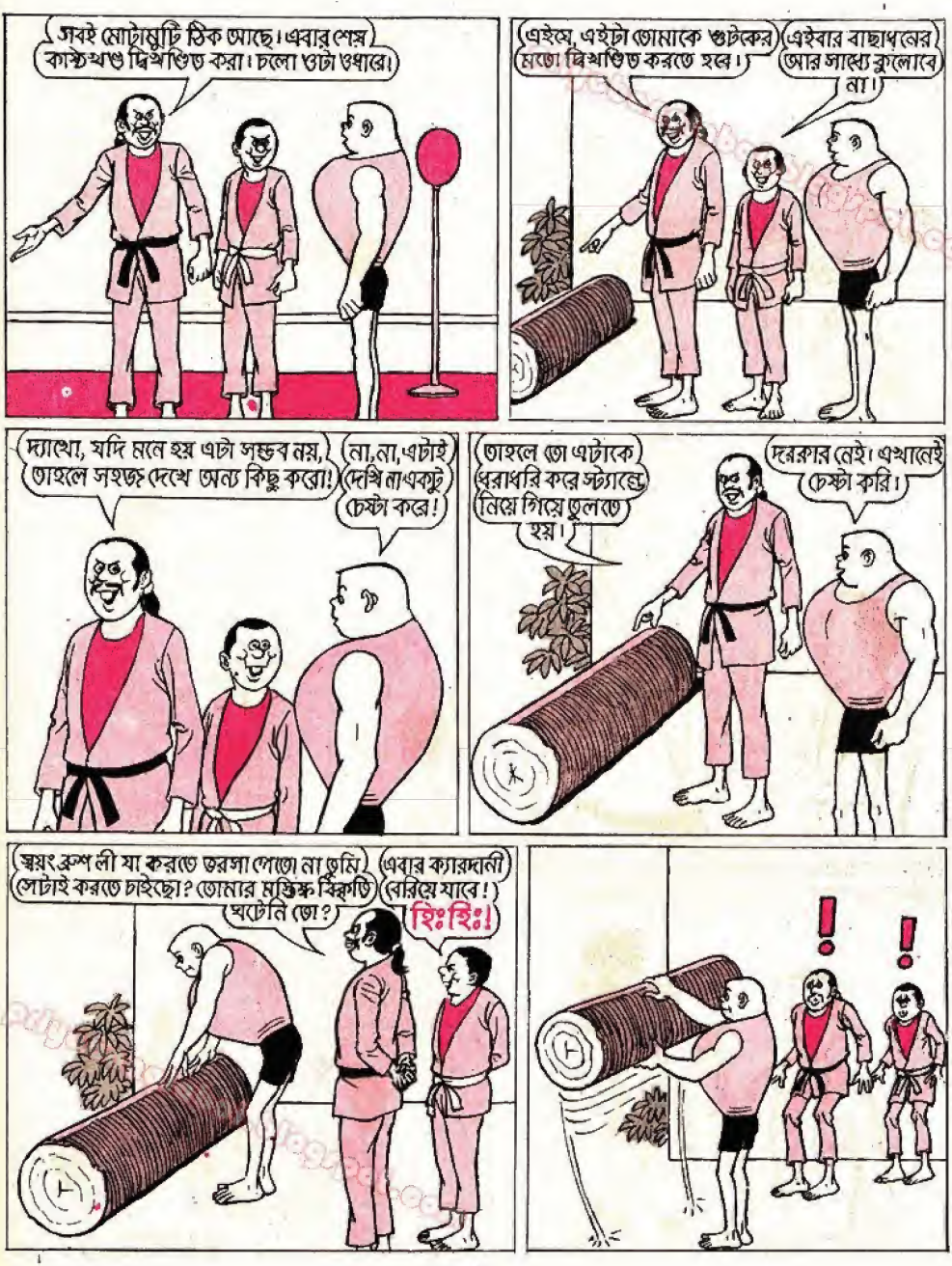
সবই মোটামুটি ঠিক আছে। এবার শেষ কাষ্ঠখণ্ড দ্বিখণ্ডিত করা। চলো ওটা ওধারে।
এইযে, এইটা তোমাকে গুটকের মতো দ্বিখণ্ডিত করতে হবে।
এইবার বাছাধনের আর সাহায্যে ঝুলোবে না।
দ্যাখো, যদি মনে হয় এটা সম্ভব নয়, তাহলে সহজ দেখে অন্য কিছু করো!
না,না,এটাই দেখি না একটু চেষ্টা করে!
তাহলে তো এটাকে ধরাধরি করে স্ট্যান্ডে নিয়ে গিয়ে তুলতে হয়।
দরকার নেই। এখানেই চেষ্টা করি।
স্বয়ং ব্রুশ লী যা করতে ভরসা পেতো না তুমি সেটাই করতে চাইছো? তোমার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেনি তো?
এবার ক্যারদানী বেরিয়ে যাবে!
হিঃহিঃ!
!
!

আরিব্বাস!
খ্যাঁচ-খ্যাঁচ!
খ্যাঁচ-খ্যাঁচ!
মনে হয় মোটামুটি পেরেছি। তবে বেশী খণ্ড করে ফেলেছি।
ওকুৎ! ইয়ে, হ্যাঁ!
গুরু! এবারে কিং কুরু?
সেটাই তো ভাবতে শুরু করেছি রে, গুটকে।
ঠিক হয়েছে। তোর সঙ্গে যার লড়াইয়ের কথা ছিলো, সেই ক্যারাটে চ্যাম্পিয়ান কিক বক্সার ডক্কারাসুর সঙ্গে ওকে লড়িয়ে দেবো।
তাহলে ডক্কার সঙ্গে আমার লড়াইয়ের কি হবে, গুরু?
আরে আসল লড়াইটা তো তোর সঙ্গেই হবে—
প্ল্যানটা শোন্! দক্ষিণ ভারতের ডাকসাইটে মারকুটে লড়িয়ে ডক্কার সঙ্গে লড়ে ও অক্কা না পাক জোর চোট পাবে, তারপর এমনিতেই ক্যারাটে কুংফুর ময়দান থেকে ফোট হয়ে যাবে। কি, কি রকম বুঝলি?
দারুণ! ফাঁকতালে সব কিছু করে ফেলে ভেবেছিলো ব্ল্যাক-বেল্টার হবে। কিন্তু তুমি যা আইডিয়া ফেঁদেছো তাতে সাপও মরবে লাঠিও আস্ত থাকবে।

হিঃ হিঃ! যা একখানা আইডিয়া বের করেছো, গুরু দারুণ দারুণ ! সাপ মরবে অথচ লাঠি আস্ত থাকবে!
মোদ্দা কথা হলো শেষ পর্যন্ত তুইই লড়ছিস, হেঃ হেঃ!
আমি তো সব পরীক্ষাই মোটামুটি দিলাম গুরু, আর কিছু কি বাকি আছে?
আছে। আর সেটাই হচ্ছে শেষ পরীক্ষা!
শোনো, এবার তোমাকে একজনের সঙ্গে লড়তে হবে। তার পর আমি তোমাকে আমার চ্যালা বানিয়ে নেবো।
বেশ তাই হবে, গুরু!
যার সঙ্গে লড়তে হবে, তার নামটা জানতে পারি কি?
অবশ্যই! তার নাম উক্কা-উক্কারাস্থ। খুবই মারকুটে খেলোয়াড়!
তবে আমার মনে হয় তোমার ওর সঙ্গে না লড়াই ভালো কারণ লড়তে গিয়ে তোমার হাত পা ভাঙুক এটা আমি চাই না।
না-না, যাই হোক না কেন আমি লড়াই করবো। মার্শাল আর্টটা শিখতেই হবে। আর সেটা আপনার কাছেই।
বেশ! তুমি যদি পারো, তাই হবে।

তাহলে আসছে প্রতিযোগিতায় তক্কার সঙ্গে তোমার লড়াইয়ের ব্যবস্থা করবো।
সেই ভালো হবে। আপনার চ্যালা হবার ইচ্ছেটাকে ঠ্যালা মেরে সরিয়ে দেবেন না।

কিন্তু তোমাকে তো ওকে হারাতে হবে। নিদেনপক্ষে সমান সমান। এর আগে যে কজনের সঙ্গে ও লড়েছে, সবাইকারই হাত পা ভেঙে দিয়ে নুলো বানিয়েছে।
যাই হোক না কেন গুরু, লড়াই বন্ধ হবে না!

এবার যাও, বাড়ি ফিরে আসন্ন প্রতিযোগিতার জন্যে তৈরি হও।
আপনার নির্দেশমতোই সব করা হবে, গুরু।

অনেকক্ষণ বাঁটুলদার কোন হাঁকডাক নেই। কোথায় গেলো বলতো?
ক্যারাটে কুংফু শিখবে বলছিলো। নির্ঘাত ক্যারাটে মাস্টার ঢকাই ঢোলের আখড়ায় গেছে।

বাঁটুলদা যদি ক্যারাটে কুংফুর তালিম নেয়, তাহলে তো মুস্কিল! আমরা একটু এদিক ওদিক করলেই ও আমাদের ওপর প্রয়োগ করবে। চল, ঢকাই ঢোলের আখড়ায় গিয়ে দেখি ব্যাপারটা কি!
তাই চল।

এইতো ঢোলের ব্যায়ামাগার।
চল, ভিতরে গিয়ে দেখি।
ঢোলের ব্যায়ামাগার

ভেতরে কারোর সাড়া পাওয়া যাচ্ছেনা যে, পার্টনার!
একবার গলা হাঁকড়ে দেখি কারোর সাড়া পাই কিনা!
ভেতরে কেউ আছেন?
!
!
হু-হু-হু-হু-হু-
-ই-ইয়াঃ! তোমরা এখানে এসে গলাবাজি করছো কেন?
উরিঃ বাবা! কি দেখলুম রে!
যা একখানা দেখালেন না-
অদ্ভুতপূর্ব!
দুর্দান্ত, দারুণ!
হ্যাঁ, এটা দুর্দান্ত জিনিস মার্শালআর্টের আখড়া চোলের জিমন্যাসিয়াম। কিন্তু তোমরা এখানে কেন, কি দরকার?
আমরা চোল স্যারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি...
কে র‍্যা, গুটকে? কে আবার আমার সঙ্গে দ্যাখা করতে এসেছে!

আমার সঙ্গে দেখা করতে চাও কেন? তোমরাও কি ক্যারাটে-কুংফুর তালিম নিতে চাও নাকি?
আমরা ছাড়া আর কেউ তালিম নিতে এসেছিলো নাকি?
অনেকেই তো তালিম নিতে আসে, পরে ধকল সইতে না পেরে কাটে। তা তোমরা কার কথা বলছো, বলতো?
বেশ শক্তপোক্ত চেহারার একজন। এমনিতে খুবই স্ট্রং ম্যান। আমাদের বাঁটুলদা।
হ্যাঁ, মনে পড়েছে! খুবই সম্ভাবনাময় ছেলে ছিলো! কিন্তু বেচারা তালিম না নিয়েই এমন একজনের সঙ্গে লড়তে যাচ্ছে—
—যাতে ওর প্রাণ সংশয় হতে পারে। নিদেনপক্ষে হাত পা যে ভাঙবেই তা অবধারিত। কারণ যার সঙ্গে ও লড়তে যাচ্ছে সে ভয়ানক হিংস্রপ্রকৃতির মারকুটে কুংফু ক্যারাটে ব্লাক-বেল্টার লড়িয়ে!
বলেন কি, ঢোল স্যার!
আমি বেচারাকে এই বিপজ্জনক লড়াই থেকে নিরস্ত করার চেষ্টা করেছিলাম।
কিন্তু—
না, না, আর ওকে নিরস্ত করবেন না। ও হাত পা ভেঙে বিছানায় পড়ে থাকুক!
কি ব্যাপার বলো তো? মনে হচ্ছে তোমাদের বাঁটুলদার ওপর তোমাদের খুবই রাগ।
ভয়ানক রাগ। আমাদের সব কর্মে বিঘ্নকারী! তাহলে আমাদের এই খুশির লড়াইটা করে হবে, ঢোল স্যার!
শিগগিরই হবে।

ওস্তাদি করে বাঁটুলদা এবার বেশ শক্ত পাল্লায় পড়তে যাচ্ছে। তবে এবার আমাদের মনের ইচ্ছেটা পূর্ণ হতে চলেছে,রাদার!

বাঁটুলদার হবু গুরু চকাইদা বললো সেটা সঠিক হলে বাঁটুলদা কোমর ভাঙা দ' হয়ে যাবে আর এলাকাটা আমাদের যা খুশি করার মুক্তাঞ্চল হয়ে যাবে!

চল,দোস্ত! বাঁটুলদা লড়াইয়ের ব্যাপারে কি করছে গিয়ে দেখে আসি চল।
তাই চল। সেই সঙ্গে একটু ছাতিয়ে দিয়ে আসি।

স্কিপিং করে এবারে বডিটাকে একটু হাল্কা করার চেষ্টা করি!
নিঃশব্দে ঢুকে দেখতে হবে বাঁটুলদা এখন কি করছে!

ওজন কমাতে স্কিপিংই হচ্ছে সব থেকে ভালো ব্যায়াম।

দু'হাজার স্কিপিং করা হয়ে গেলো,এবার অন্য ব্যায়াম ধরতে হবে।
ইরক্!

উরফস্!
মরেচে! তুই আবার কোত্থেকে উদয় হলি?

কি ব্যাপার! তোরা হঠাৎ এখানে? মতলবখানা কি বল তো? চুপি চুপি চোরের মতো আসার মানে কি?
চোরের মতো কেন হবে! তুমি ক্যারাটে কুংফু শিখবে বলেছিলে,তাই দেখতে এসেছিলাম তুমি কতোটা এগিয়েছো।

ভেবেছিলাম তোমার কাছে আমরাও তালিম নিয়ে নেবো। তাহলে ঐ ইস্কে করতে অনেক সুবিধে হবে।
কিন্তু দড়িতে আটকে তুমি এমন একখানা পটকান দিলে যে ব্যথা মরতে কয়েকদিন লাগবে।

জ্যানতাড়া না করে আসল ব্যাপারটা ঝেড়ে কেশে দেনা!
আচ্ছা বাঁটুলদা! তুমি ক্যারাটে কিক বক্সিং লড়ছো আর তুমি এই সুখবরটা আমাদের জানাওনি!

এবার তোরা কেটে পড়। আমাকে এখন অনেক ব্যায়াম করতে হবে।
কিসের মুস্কিল?
বেশ, আমরা যাচ্ছি, তবে এ লড়াই তোমাকে লড়তেই হবে। না হলেই মুস্কিল!

সেই সময়
এখানে বাঁটুল কে?
আমি, কেন?
তক্কারাসুর কাছ থেকে আপনার একটা চিঠি।

ডক্কারাস্তু হঠাৎ তোমাকে চিঠি পাঠালো কেন গো বাঁটুলদা ? কি ব্যাপার বলতো ?
বুঝতে পারছি না। আগে দেখি চিঠিতে কি লেখা আছে।
ওরে মাথামোটা উজবুক— লম্বাই তোলের কাছ থেকে জানলাম তুই নাকি আমার সঙ্গে লড়াইয়ের বাসনা করেছিস। সেই জন্যেই তোকে জানাচ্ছি যে, আমার সঙ্গে লড়ার আগে খুব কাছের হাসপাতালে গিয়ে দেখে আয় আমার সঙ্গে যারা লড়েছে তাদের কি হাল হয়েছে। ওখানে আর একটা বেডের সংখ্যা বাড়ানোর ইচ্ছা থাকলে আমার সঙ্গে লড়তে পারিস—
শোন, লিখেছে যে, ওর সঙ্গে লড়াই করার আগে ওর সঙ্গে আগে যারা লড়ছিলো, স্থানীয় হাসপাতালে গিয়ে তাদের দেখে আসি, তারপর যেন ওর সঙ্গে লড়াই করার বাসনা করি।
তুমি হাসপাতালে ওদের দেখতে যাবে নাকি বাঁটুলদা ?
অবশ্যই যাবো ! তোরাও যাবি নাকি আমার সঙ্গে ?
বাঁটুলদার সঙ্গে হাসপাতালে গেলেই জানতে পারবো যে, বাঁটুলদা সত্যি সত্যি কার পাল্লায় পড়তে যাচ্ছে, দোস্ত !
পরদিন
এটাই তো চিঠিতে লেখা হাসপাতাল, বাঁটুলদা !
স্থানীয় হাসপাতাল

কাদের যেন গোঙানির শব্দ আসছে গো, বাঁটুলদা!
গোঁ-ও-ও-ও-ও
ওফ্-গেলুম-

এইযে একজন সেবিকা আসছেন, ওঁকে জিজ্ঞেস করে দেখি!

আচ্ছা, সিস্টার! এইযে সমবেত কণ্ঠের গোঙানির শব্দ শুনলাম, সেটা কোন ওয়ার্ড থেকে?
ওটা মারাত্মক চোট জখমীদের ওয়ার্ড থেকে!

ওঁরা কি আপনার কেউ হন? ওরকম জবরদস্ত চেহারার লোক কি করে এরকম চোট পান সেটা তাজ্জবের! তা আপনারা ওঁদের সঙ্গে দেখা করবেন?
হ্যাঁ, তবে ওঁরা আমাদের কেউ নন। এমনিই দেখতে এসেছি!

ঠিক আছে, যান। তবে বেশী উত্যক্ত করবেন না। কারণ যন্ত্রণার জন্যে ওঁদের ইঞ্জেকশান দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে!
না না বিরক্ত করবো না, শুধু দেখে যাবো।

বাপরে! কি ভয়ানক ব্যাপার গো, বাঁটুলদা!
লোকটা দৈত্য না জল্লাদ রে, দোস্ত?

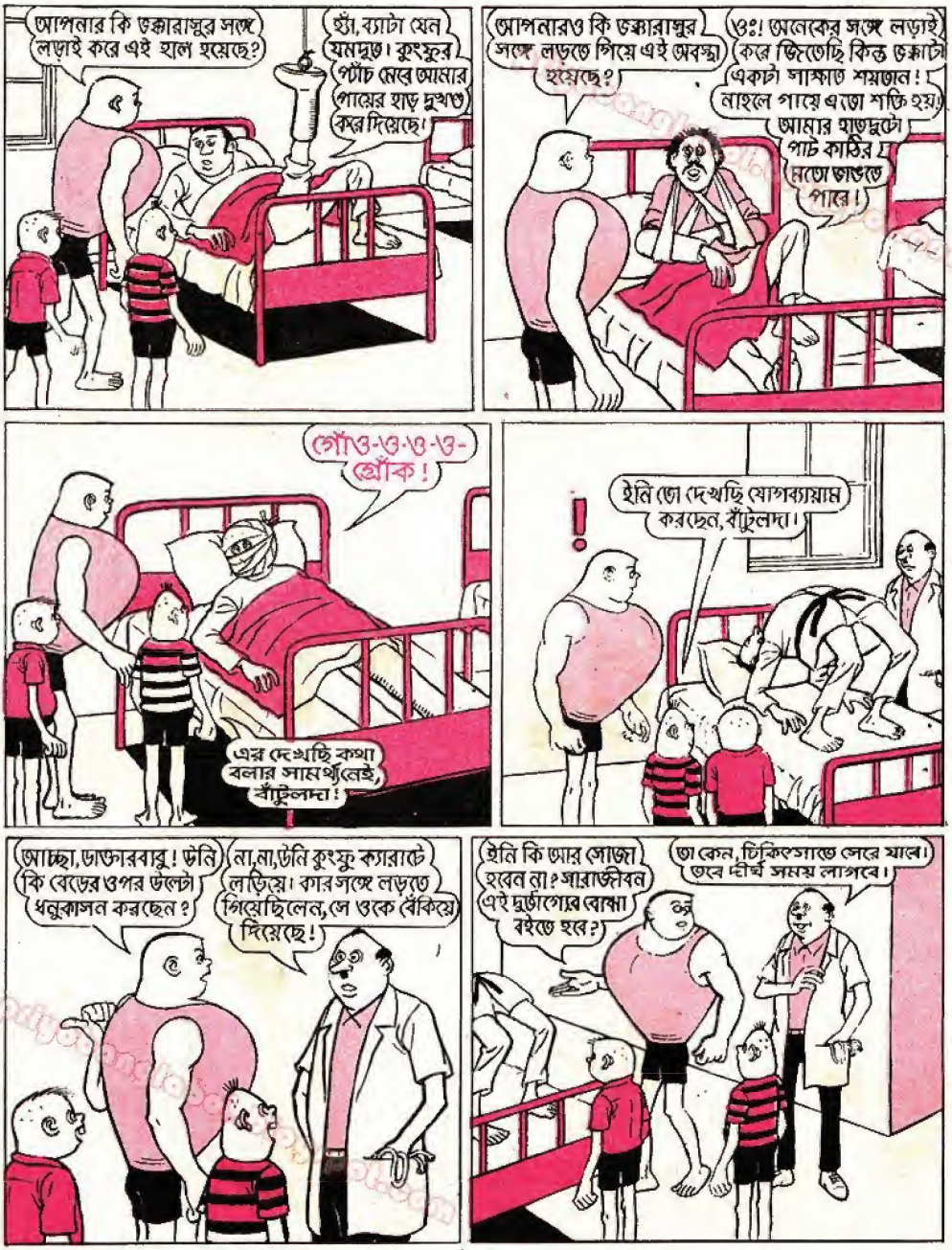
আপনার কি ডক্কারাম্বুর সঙ্গে লড়াই করে এই হাল হয়েছে?
হ্যাঁ, ব্যাটা যেন যমদূত। কুংফুর প্যাঁচ মেরে আমার পায়ের হাড় দুখণ্ড করে দিয়েছে!
আপনারও কি ডক্কারাম্বুর সঙ্গে লড়তে গিয়ে এই অবস্থা হয়েছে?
ওঃ! অনেকের সঙ্গে লড়াই করে জিতেছি কিন্তু ডক্কাটা একটা সাক্ষাত শয়তান! নাহলে গায়ে এতো শক্তি হয়! আমার হাড়দুটো পাট কাঠির মতো ভাঙতে পারে!
গোঁও-ও-ও-ও-গ্রোঁক!
এর দেখছি কথা বলার সামর্থ্যেই, বাঁটুলদা!
!
ইনি তো দেখছি যোগব্যায়াম করছেন, বাঁটুলদা।
আচ্ছা, ডাক্তারবাবু! উনি কি বেড়ের ওপর উল্টো ধনুকাসন করছেন?
না, না, উনি কুংফু ক্যারাটে লড়িয়ে। কার সঙ্গে লড়তে গিয়েছিলেন, সে ওকে বেঁকিয়ে দিয়েছে!
ইনি কি আর সোজা হবেন না? সারাজীবন এই দুর্ভাগ্যের বোঝা বইতে হবে?
তা কেন, চিকিৎসাতে সেরে যাবে। তবে দীর্ঘ সময় লাগবে।

এসব দেখে ঘাবড়ে গেলে নাকি, বাঁটুলদা?
না-ইয়ে ঘাবড়াবার তো কিছু নেই।
আমি চকাই ঢোলের কাছেই মার্শাল আর্টের তালিম নেবো। ওর চ্যালা হওয়া থেকে কেউ আমাকে ঠ্যালা মেরে হঠাতে পারবে না।
আমি একবার ঢোলের কাছে যাবো লড়াইয়ের দিন ঠিকঠাক করতে।
আমরাও তোমার সঙ্গে যাবো, বাঁটুলদা?
ঠিক আছে, চল।
আমরা লড়াইয়ের দিন ঠিক করতে এসেছি। আর দেরি নয়।
তুমি কি হাসপাতাল পরিদর্শন করেছো?
হ্যাঁ, দেরি হলে বাঁটুলদার এনার্জি কমে যেতে পারে, তাহলেই মুস্কিল।
সেখান থেকেই তো আসছি। আমার এখন একটাই লক্ষ্য, আপনার চ্যালা আমাকে হতেই হবে। আপনি আমার হবু গুরু।
তবু আর একবার ভেবে দেখলে পারতে। ঠিক আছে-
আই, গুটক্যা-অ্যা!

এই যে যাচ্ছি, গু–
– রুউউ !
সাবাশ, বেটা ! তুই সবসময়ই এই রকম পারফরম্যান্সের মধ্যে থাকিস বলেই তোকে আমার এতো পছন্দ, গুটকে !
শোন গুট্‌কে ! যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ডক্কারাসুর সঙ্গে বাঁটুলের লড়াইয়ের ব্যবস্থাটা ঠিক করে ফ্যাল্‌। কারণ একে আর রোখা যাচ্ছে না।
তুমি মনস্থির করে ফেলেছো যে লড়বেই। দেখো শেষে আবার যেন পিছিয়ে এসো না ! তুমি একেবারে আনাড়ি আর লড়তে যাচ্ছো ভয়ঙ্কর ওস্তাদ লোকের সঙ্গে–
–যার সঙ্গে লড়তে গিয়ে ওস্তাদ লড়িয়েদেরেই কি হাল হয়েছে সে তো হাসপাতালে গিয়ে নিজের চোখেই দেখে এসেছো। তা সত্ত্বেও যদি হাসপাতালে ওদের পাশে আর একটা বেড বাড়াতে চাও তাহলে অবশ্য আমার কিছু বলার নেই। তবে খুবই খারাপ লাগবে, ভাই !
ভ্যানতাড়া করে বাঁটুলদাকে দমিয়ে না দিয়ে ঢকাইদা যা বলেছেন সেইমতো ডক্কারাসুর কাছে গিয়ে সব ব্যবস্থা করে এসো।
বেশী ফড়ফড়িও না ! মারবো কুংফুর এক প্যাঁচ আর ঘ্যাঁচ করে মুণ্ডু খুলে পড়বে !

আমি কোথায় চাইছি, একজন কুংফু ক্যারাটেতে অনভিজ্ঞ লোক লড়তে গিয়ে যাতে নতুন একজন প্রতিবন্ধী নাতেরিহয় সেই চেষ্টা করতে, আর উনি এলেন দালালি করতে।

তোরা ওস্তাদি করে কোন ব্যাপারে নাক গলিয়ে ব্যাপারটা কেঁচিয়ে দিবি না।
কিন্তু আমি তো তোমার প্রেস্টিজের কথা ভেবেই নাক গলিয়েছি, বাঁটুলদা! তবে শুধু নাক কেন, প্রয়োজনে বডি গলিয়ে দেবো।

এদিকে-
অতো বোঝাতে যাসনি, গুটকে, তাতে উল্টো ফল হতে পারে।
কিন্তু, গুরু-

- আমি তো থোড়াই ওর ভালোর জন্যে বলছি। আমি বলছি আমার ভালোর জন্যে। যাতে ও ঘাবড়ে গিয়ে লড়াই থেকে সরে দাঁড়ায় আর আমি সেই জায়গায় লড়তে পারি।

হাঃহাঃ! হোঃহোঃ! হিঃহিঃ!
আমার কথা শুনে আপনি হাসছেন, গুরু?

হাসছি তোর অবস্থা দেখে। মনে হচ্ছে তুই-ই ঘাবড়ে গেছিস! আরে ওতো কুংফু ক্যারাটের মারপ্যাঁচ কিছুই জানে না। ডক্কার কাছে ওতো দুমিনিটেই ঘায়েল হয়ে যাবে। তাই আর দেরি না করে ডক্কারাসুর কাছে তুই ওকে নিয়ে যা। লড়াইয়ের আগে দুজনে দুজনকে দেখে নিক।
বেশ, তাই হবে, গুরু!

ঠিক আছে, আজ খবরটা জানিয়ে দিই যে কাল আমরা যাচ্ছি। তা আপনারা কে কে যাবেন মহাশয়েরা?
আমরা সবাই যাবো।
পরদিন-
কি ব্যাপার গো, বাঁটুলদা? ডক্কারাজুর সঙ্গে দেখা করতে যাবে না?
অবশ্যই যাবো! কয়েকটা কাজ সেরে নিলাম। এবারে যাবো।
ওদিকে তখন-
শোন, ফাটা! তোকে দিয়ে আমার পথের কাঁটা সরাবার ব্যবস্থা করেছি। আজ কাঁটাকে নিয়ে আমি একজনের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। সেই সুযোগে তুই কাজ হাসিল করবি।
কি ভাবে কি করবি সেটা তোকে বলছি (শোন-ফিস্-ফিস্-ফিস্-ফিস্!)
যা বললাম ঠিক ঠিক বুঝেছিস তো, ফাটা?
একেবারে জলের মতো!
ধরে নাও তোমার কাঁটা উপড়ে গেছে, গুটকেদা!
খুব ভালো! আমিও তো সেটাই চাই।

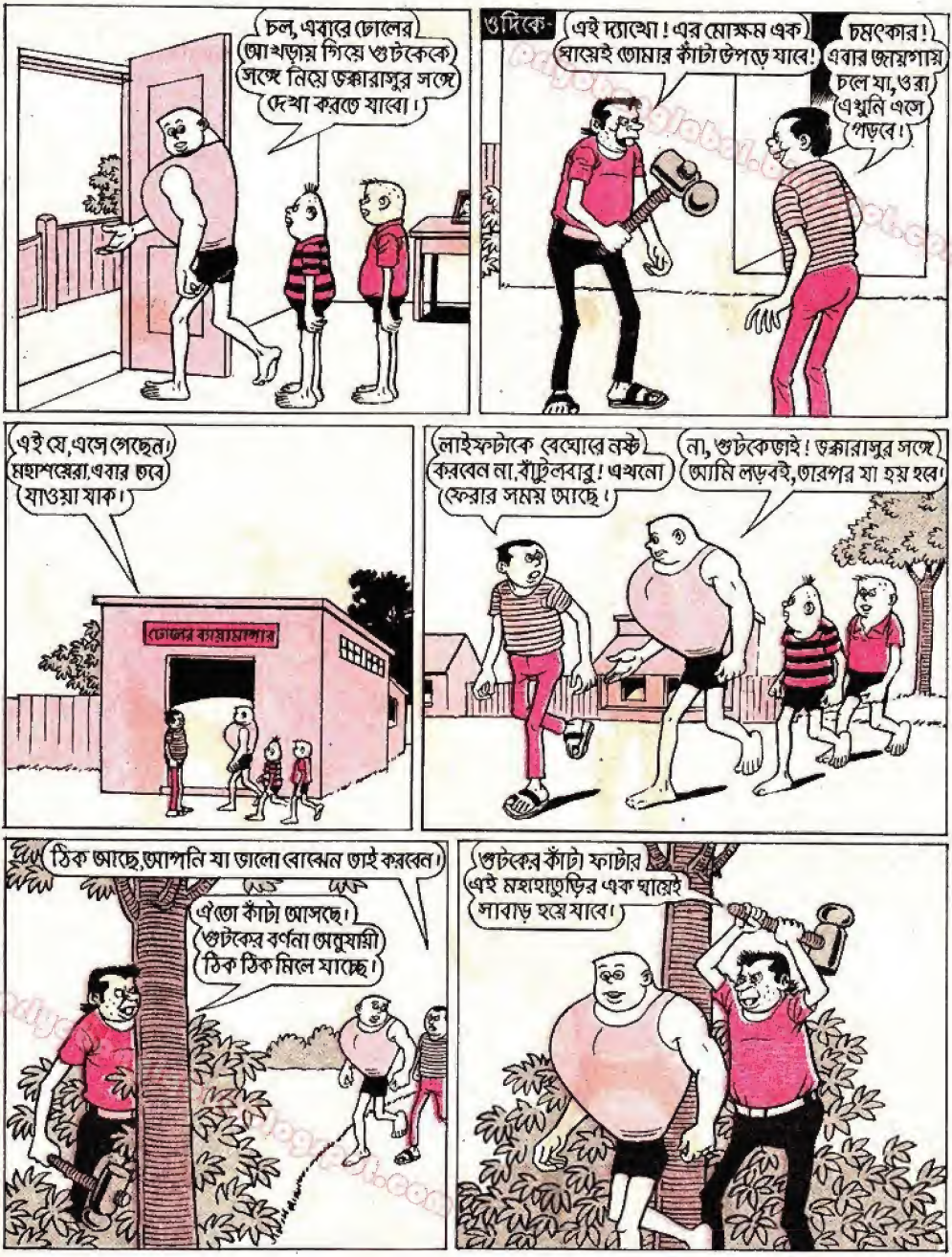
চল, এবারে ঢোলের আখড়ায় গিয়ে গুটকেকে সঙ্গে নিয়ে ডক্কারাসুর সঙ্গে দেখা করতে যাবো।
ওদিকে-
এই দ্যাখো! এর মোক্ষম এক ঘায়েই তোমার কাঁটা উপড়ে যাবে!
চমৎকার! এবার জায়গায় চলে যা, ওরা এখুনি এসে পড়বে।
এই যে, এসে গেছেন। মহাশয়েরা, এবার তবে যাওয়া যাক।
ঢোলের ব্যায়ামাগার
লাইফটাকে বেঘোরে নষ্ট করবেন না, বাঁটুলবাবু! এখনো ফেরার সময় আছে।
না, গুটকেডাই! ডক্কারাসুর সঙ্গে আমি লড়বই, তারপর যা হয় হবে।
ঠিক আছে, আপনি যা ভালো বোঝেন তাই করবেন।
ঐতো কাঁটা আসছে। গুটকের বর্ণনা অনুযায়ী ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে।
গুটকের কাঁটা ফাটার এই মহাহাতুড়ির এক ঘায়েই সাবাড় হয়ে যাবে।

ভক্কারাসুর ওখানে গিয়ে তোরা বেশী টরে টক্কা করবি না বলে দিচ্ছি!
ভটাস!
আমার মহাতুড়ির এক ঘায়েই কম্ম শেষ-
ঢাই
আরফুস!
গোঁও-ও-ও-ও!
কাতরানোর শব্দ শোনা যাচ্ছে! ফাটা বোধহয় কম্ম হাসিল করে ফেলেছে!
একি! ফাটা! তুই তোর মহাতুড়ি হাঁকালি একজনের মাথায় আর তার ফল বেরোলো তোর মাথায়! তাজ্জব!
হিট ঠিকই করেছিলাম রে, ভুটকে! কিন্তু কি করে কি হলো বুঝতেই পারছি না।

ফাটা! আমার কাঁটা ওপাড়াতে গিয়ে তুই নিজেই উপড়ে যাচ্ছিলি যে রে!
বিশ্বাস করো গুটকোদা! হাতুড়িটা কিসে যে লাগলো পাথর না আর কিছু সেটা বুঝতে পারার আগেই চোখে অন্ধকার দেখলুম!

কিন্তু তুমি কিসে মেরেছিলে?
মনে হচ্ছে যেন তোমার মাথাতেই – নাঃ, সব যেন কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে!
ফাটা আবার সব ফাঁস না করে দ্যায়!
কি যা তা বকছিস, ফাটা?

তুই ওর মাথায় হাতুড়ি মারতে যাবি কেন? আর মারলেও কি সেটা টের পেতো না!
ঐখানেই তো আমার সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে!

কাকে মারতে গিয়ে মাঝখান থেকে তোমার হাতুড়িটা গেলো!
তা গেলো, কিন্তু কোথায় মেরেছি এই ধন্দটা কিছুতেই কাটছে না।
ফাটাটা দেখছি সব কেঁচিয়ে দেবে।

শোন, ফাটা! তোকে কি করতে বললুম আর তুই কি করে এখন ধন্দ খুঁজে বেড়াচ্ছিস!
কি জানি কিছু বুঝতে পারছি না। এখন যাচ্ছি পরে দেখা হবে।
সেই ভালো।

হতচ্ছাড়াটা নির্ঘাত মাথায় মারতে পারেনি! না হলে ওঁ হাতুড়ি না ভেঙে ওর মুণ্ডুটা ভেঙে চৌচির হয়ে যেতো।
এই যে আমরা ডক্কারাসুর আখড়ায় প্রায় পৌঁছে গেছি!

ঐ হচ্ছে ডক্কারাম্বুর আখড়া। ওর সঙ্গে তুমি কোন কথা বলবে না, যা কিছু বলার আমিই বলবো।
ঠিক আছে। বাইরে কে একজন দাঁড়িয়ে।
ডক্কারাম্বুর আখড়া
ওস্তাদ ডক্কারাম্বু আছেন কি?
আছেন। আরে! গুটকে না? তা তুমি এখানে? তোমার সঙ্গে এরা কারা?
বিশেষ করে এর জন্যেই এখানে আসা। ও ডক্কারাম্বুর সঙ্গে দেখা করতে চায়।
কি ব্যাপার বলতো গুটকে?
ও ডক্কারাম্বুর সঙ্গে লড়তে চায়। সে ব্যাপারেই ডক্কাদার সঙ্গে কথা বলবো।
কুংফু ক্যারাটেতে খুব ওস্তাদ লোক বুঝি?
আরে দূর, একেবারে নভিস! কিছুই জানে না। আমার গুরু চকাই ঢোলের চ্যালা হতে চায়, কিন্তু গুরু শুরু থেকেই ওকে এড়াবার জন্যে ডক্কাদার সঙ্গে লড়াইয়ের কথা বলে। ও তাতেই রাজি পরে কি হাল হবে তা জেনেও!
বলো কি? তাহলে তো ওর একটা হাড্ডিও গোটা থাকবে না!
এখানে এতো জটলা কিসের?

জটলা নয়, গুটকে একজনের সঙ্গে আপনার লড়াইয়ের ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে এসেছে।
গুটকে! ওসেই ঢকাইয়ের চ্যালা? তা ও কার সঙ্গে লড়াইয়ের কথা বলতে এসেছে?

এই যে, এর সঙ্গে আপনার লড়াইয়ের কথা বলতে এসেছি।
এর নাম হচ্ছে বাঁটুল।
আচ্ছা! একেই আমি আমার সঙ্গে লড়াইয়ের প্রতিদ্বন্দ্বীদের কি পরিণাম হয়েছে সেটা দেখতে বলেছিলাম না?

তবু তুমি যদি আমার সঙ্গে লড়াই করার পণ করে থাকো তবে তোমার মতো অভাজন খুব কমই আছে!
যাদের তুমি হাসপাতালে দেখেছো তার শেষের জনের পাশের বেডটার বন্দোবস্ত করে রেখো।

ঢকাই ঢোলের চ্যালা হবার জন্যে আমাকে লড়তেই হবে। তাতে যদি আমার প্রাণ যায় তা যাকনা।
তাই এবার যাবে আর তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে বৎস!
তবে কবে হবে শিগগিরই জানতে পারবে।

এদিকে ফাটা-
মহাতুড়ির ধক্কাটা আমাকে ছোটাতেই হবে

ওরা আবার এপথেই ফিরবে তখন গুটকের কাঁটা লক্ষ্য করে আমার এই মহা-মিসাইল ছুটে গিয়ে ওর বডি ফুঁড়ে বেরিয়ে যাবে আর তখনই আমার ধক্কাটা কেটে যাবে।
ওই ওরা আসছে!

একটু পরেই ওরা এসে পড়বে। আর গুট্‌কের কাঁটাটা নিশানার মধ্যে এলেই এই গুলতি মিশাইল ছেড়ে দেবো!
ডক্কারাসুর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা করিয়ে দিলুম। এবার গুরু লড়াইয়ের দিনক্ষণের বন্দোবস্ত করবেন।
ডক্কারাসুকে দেখেছিস, দোস্ত? যেন যমদূত একটা! মালুম হচ্ছে এই ডক্কার হাতেই বাঁটলোটা অক্কা পাবে!
তাড়াতাড়ি গিয়ে গুরুকে সব জানাতে হবে।
ওই ওরা ফিরছে।
ক্যারাটে কুংফুর কিছুই না জেনে ডক্কার মতো একজন নৃশংস দুঁদে লড়িয়ের সঙ্গে লড়তে ঝাঁপিয়ে পড়াটা ঠিক হলো না। ইচ্ছে করলে ও মেরেও ফেলতে পারে।
কিন্তু আমি তো বরাবরই বলেছি যাই ঘটুক না কেন লড়াই করেই ঢোলগুরুর সামনে গিয়ে দাঁড়াবো।
এবার আমার এই গুলতি মিশাইল যখন ওকে ফুঁড়ে ফেলবে তখন আমার আগের মহাতুড়ির ধন্ধ কেটে যাবে।

মিশাইলের পাল্লায় এসে গিয়েছে। এইবার—
ওয়ান-টু-
-থ্রি
হুস্-স্-স!
ভোঁওওও!
হতচ্ছাড়া মাছিটা তখন থেকে জ্বালাচ্ছে। চ্যাপ্টা হতে না চাইলে পালা!
আরে, একটা টাকা পড়ে আছে!
ভোঁওওও!
গুটকের কণ্টক এবার গুলতি মিশাইলের খোঁচায় দুনিয়া থেকে লোপাট হয়ে যাবে। হাঃ হাঃ!
ওফ্‌ক্‌স্‌!
আরেঃ! কে একজন যেন গাছতলায় পড়ে গোঙাচ্ছে!
ফাটা বলে মনে হচ্ছে! কিন্তু ও ওখানে কি করছিলো!

ফাটা, তুই এখানে এভাবে পড়ে? তোর এই অবস্থা কে করলো?
এই যে, এইটা! আমার এই মিশাইল ব্যাক গিয়ার দিয়ে এসে আমাকে চোট লাগালো!
আমার ধন্দ কেটে গেছে, শুটকেদা! তোমার কাঁটা ওপড়াতে আমার মহাতুড়ির চোট আর এই মিশাইলের খোঁচা –
সঠিক জায়গাতেই লেগেছিলো। কিন্তু হাতুড়ির ব্যাপারটা এখনো ঠিক বুঝতে না পারলেও আমার গুলতি মিশাইল কিন্তু ঠিক তোমার কাঁটার বুকে প্রক্ষ চাঁটা মেরে ব্যাক গিয়ার মেরে উল্টে আমার বুকে এসে চোট লাগালো!
এটা ভুতুড়ে জায়গা! আমি আর এ তল্লাটে থাকবনি গো, শুটকেদা!
তোমার দোস্ত ফাটা ওভাবে পালালো কেন? মনে হলো ওকে যেন ভুতে তাড়া করেছে?
ঠিক বুঝলাম না। তবে মাথায় হাতুড়ির ঘা খাওয়ার পর বোধহয় মগজ ঢিলে হয়ে গেছে!
বেচারা!
যাবার সময় কি সব বলতে বলতে গেলো – কাঁটার বুকে চাঁটা মেরে, ব্যাক গিয়ার, এসব কি?
মরেচে! পাগলের প্রলাপ টলাপ হবে আর কি!
এদিকে-
পঙ্কা-অ্যাই পঙ্কা!
এই যাচ্ছি ডঙ্কাদা!
ডাকলে কেন, ডঙ্কাদা?
শোনো, কাল ঢকাই ঢোলকে জানিয়ে দাও যে, তিনদিন পরে লড়াই হবে!

পরদিন-
তক্কাদা বলে পাঠিয়েছেন যে তিনদিন পরে লড়াই হবে।
বেশ!
যাক, এতোদিনে তোমার মনের বাসনা পূর্ণ হতে চলেছে!
তা যা বলেছিস।
এতোদিনে উৎকণ্ঠা কাটলো,দোস্ত! তক্কার হাতে অক্কা পেলে তো কথাই নেই আর নুলো হলেও ক্ষতি নেই। আমরা যা খুশি তাই করবো,কেউ আমাদের আটকাবার থাকবে না!
হিঃহিঃ!
ওদিকে-
গা হাত পা একটু ছাড়িয়ে নিই! বেওকুফটা আমার সঙ্গে লড়াইয়ের জন্যে ছিনে জোঁকের মতো লেগে আছে!
ধাঁই ধাঁই!
যার সঙ্গে লড়াই হবে শুনলাম সে নাকি একেবারে নবীশ, তক্কাদা!
সেজন্যেই তেমন কোন গুরুত্ব নেই। এমনি একটু ঝালিয়ে নেওয়া।
ধড়াম!
বুঝলি,পক্কা! এইভাবে বেওকুফটার পা ভেঙে ওর লড়াইয়ের সাধ আমি মিটিয়ে দেবো!

বেচারার জন্যে দুঃখ হচ্ছে, ডক্কাদা! বেচারা জানে না ওর কি হাল হতে যাচ্ছে!
কি করা যাবে, বল? পাখনা গজিয়েছে মরিবার তরে!
লড়াইয়ের আগের দিন-
আরো জোরে লাগা, গোঁটা! শরীরের আড়টা ভাঙুক!
সত্যি, ডক্কাদা! তুমি তোমার বডি এমন ফিট রাখো বলেই তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীকে তুমি চিট করে দাও!
আবার এদিকে-
ক্যারাটে কুংফুর মারপ্যাঁচ কিছুই যখন তুমি জানো না তখন শুধুই প্রতিপক্ষের মার এড়াতে চেষ্টা করবে।
সব থেকে ভালো হয়, গুরু, লড়াই শুরু হবার পর বাঁটুল যেন ডক্কারাস্তুর কাছে না গিয়ে তফাতে থাকে।
সেই ভালো।
যে রকম বলে দেবেন সেই রকমই করবো। ওর সামনে যাবো না।
লড়াই! লড়াই!! আগামী কাল বিখ্যাত মার্শাল আর্ট লড়িয়ে ডক্কারাস্তুর সঙ্গে নতুন লড়িয়ে বাঁটুলের লড়াই
সত্বর আসন সংগ্রহ করুন
এবার আমাদের মনের আশা পূর্ণ হবে, দোস্ত!
লড়াইয়ের দিনে লড়াই শুরুর আগে-
এবার শুরু হতে যাচ্ছে বিখ্যাত ক্যারাটে কুংফু লড়িয়ে ডক্কারাস্তুর সঙ্গে নতুন লড়িয়ে বাঁটুলের লড়াই!
এবার আমাদের মনের আশা পূর্ণ হতে চলেছে, দোস্ত!
মট মট!
সত্যি কি আনন্দ!

পা দিয়ে ওর প্যাঁকাটি পা আগে জখম করে দিই তারপর —
ইষ্টনাম নাও, বাঁটুলদা!
তোমার এন্তাকাল ঘনিয়ে এসেছে!
হু-হু-
—ই-ই-আ-আ-আাওউঃ!
বটে! এইসব ভাবা হচ্ছে?
খাঁই!
ওরফ্‌স্! গেছি রে! আমার পা টা গেলো!
কি ব্যাপার ভক্কাদা? কি হলো?
গুটক্যা! এটা কি হলো, রে? যে ঠ্যাং দিয়ে ল্যাং মেরে অনেক লড়িয়ের পায়ের হাড্ডি ভেঙে দিয়েছে আর আজ একটা নভিশ ছেলেকে ল্যাং মেরে ভক্কারাসু নিজের পাই ভেঙে বসলো!
আঁউ-আঁউ!
ব্যাটা ভক্কা, আমাদের এতো আশা পূর্ণ করার বদলে সব চূর্ণ করে নিজেই লাংড়া হয়ে গেলো!
তুই আবার বাঁটুলদাকে এন্তাকালের কথা বলেছিস! কি হবে রে?
আপনার কথামতো আমি কিন্তু ওর কাছে যাইনি আর ওকে ছুঁইও নি।
তুমি ছোঁও নি কিন্তু ও ছুঁয়েছে তুমি বুঝতে পারোনি। এবার বেচারা ফাটার ধন্ধটা বুঝতে পারছি।
নেংচে নেংচে ভক্কারাসুদা কোথায় যাচ্ছেন ঢোলস্যার!
মনে হয় যে বেড়ে তোমাকে পাঠাবে ঠিক করেছিলো নিজের জন্যে সেইটা খুঁজতে যাচ্ছে!
ইয়ে-এবার আমাকে শেখাবেন তো?
উঁকৎ!
অবশ্যই শেখাবো!